ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছেলেমেয়েদের আলাদা স্কুলের প্রয়োজন কি?

বিশেষ রচনা

হাবিবুর রহমান জুয়েল

'আমাদের দেশের যেখানে ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। সেখানে ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই।' এমনটিই বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র জাহিদুল ইসলাম। জাহিদ ছিলেন ঢাকা নটরডেম কলেজের ছাত্র। তার সাথে কোনো মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল না বলে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসেও সংকোচ কাটাতে পারেননি তিনি। ক্লাসের অন্যান্য মেয়েদের সাথে মিশতে তার সময় লাগে প্রায় এক বছর। এ ক্ষেত্রে সহপাঠিদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে জানালেন জাহিদ।

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর জীবনেই এ সমস্যাটা হয়ে থাকে বলে জানালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী রিমা। তার মতে, যেসব ছেলেরা কিংবা মেয়েরা কম্বাইন্ড স্কুল কলেজে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তাদের সাথে আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানে পড়ে আসা ছেলেমেয়েদের বিস্তর পার্থক্য থাকে। কম্বাইন্ড প্রতিষ্ঠানে পড়ে আসা ছেলেমেয়েরা খুব সহজে বিপরীত লিঙ্গের শিক্ষার্থীর সাথে মিশতে পারে। যেটা করতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অনেক সময় লাগে।

তাদের সাথে একমত হতে পারেননি হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র রুবেল। তার মতে, ছেলেমেয়েদের আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ভালো। সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই ভালো ফলাফল করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তিনি ক্যাডেট কলেজের কথাও বলেন।

তার মতের বিরোধিতা করলেন নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএর ছাত্র শাওন। তিনি বলেন, ফলাফলের বিষয়টা সম্পূর্ণ স্কুল কলেজের ব্যবস্থাপনার বিষয়। ব্যবস্থাপনা ভালো থাকলে ফলাফলও ভালো হবে। শাওন রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজের কথা বলেন।

আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফয়সাল জানালেন, স্কুল পর্যায়ে বিভাজনটা থাকলেও কলেজ পর্যায়ে তা থাকা উচিত নয়। কেননা মুক্ত পরিবেশে বেড়ে না উঠার কারণে অনেকের মাঝে বিকৃতির সৃষ্টি হয়।

ভিকারুননেসা নুন কলেজের ছাত্রী তিশা জানালেন, তাদের প্রতিষ্ঠানে ভালো পড়াশোনা হবার পেছনে ছেলে শিক্ষার্থী না থাকাটাও একটা কারণ। কেননা ছেলেমেয়েতে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বন্ধুত্ব হলে গল্পগুজব ও আড্ডায় সময় নষ্ট হয়। এ সময় অনেক ভুল সিদ্ধান্তের জন্য কষ্ট পেতে হয়। কেননা এ সময়ে মনের উপর খুব কমই নিয়ন্ত্রণ থাকে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে পরবর্তীতে 'সংকোচের' মতো একটা সমস্যা তৈরি হতে পারে ঠিকই। তবে তা সারতে বেশি দিন সময় লাগে না বলে জানালেন তিশা।

সিটি কলেজের ছাত্রী লিপি বললেন, যেসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা ভালো হয়। ব্যবস্থাপনা ভালো থাকে। শিক্ষকদের সহযোগিতা থাকে। সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করবেই। ছেলেমেয়ে একসাথে পড়লেও করবে। আলাদা আলাদা পড়লেও করবে। তবে তিনি কম্বাইন্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কথা বলেছেন। মানসিকভাবে তারা অনেক উন্নত থাকে। কেননা তারা ছেলে কিংবা মেয়ে হিসেবে নয়। মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠার সুযোগ পায়।

বিশেষজ্ঞরা যা বললেন...

ড. শামীম এফ করিম
বিভাগীয় প্রধান, মনোবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধর্মীয় দিকে থেকে বিবেচনা করলে আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। যেহেতু বর্তমানে গ্লোবালাইজেশনের যুগ। সে ক্ষেত্রে কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা থাকাটাই ভালো। তবে কো-এডুকেশনের খারাপ দিকটা ত্যাগ করে ভালো দিকটা গ্রহণ করতে হবে। 'বিকাশ মনোবিজ্ঞান' এ আছে একটা শিশু বয়ঃসন্ধিক্ষণ পর্যন্ত থাকে এ্যাসেক্সুয়াল। বয়ঃসন্ধিক্ষণের পর সে সেক্সুয়াল ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হয়। সে সময় তার মন বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করতে চায়। তাই কো-এডুকেশনে সেক্স এডুকেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাতে করে সে বিপথগামী না হয়। উন্নত বিশ্বে এটা রয়েছে। মেয়েদের স্কুল কলেজের সামনে গিয়ে ছেলেরা দাঁড়ানোর মূল কারণটা হচ্ছে কৌতূহল বা কিউরিসিটি। কো-এডুকেশন থাকলে এটা তৈ... একটা হতো না।

মেহজাবিন হক
অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কো-এডুকেশন না থাকলে যে সমস্যাটা হয়। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর বাছ বিচারের কথা ভাবে না। যাকে ভালো লাগে ... সাথেই সম্পর্ক করে বসে। ফলে এক সময় ... কষ্ট পেতে হয় থাকে। তিনি বলেন, কো-এডুকেশন থাকবে। তবে ছেলেমেয়েদেরকে তাদের নিজস্ব পছন্দসই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়ার সুযোগও দিতে হবে। তারা যদি ছেলে কিংবা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে চায়। তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তবে মানুষকে, ছেলে কিংবা মেয়ে হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে দেখাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন মেহজাবিন হক।